জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৩ (প্রস্তাবিত) (২০২৩ সালের..............নং আইন)

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার মূলনীতি বিধৃত হইয়াছে; এবং

যেহেতু জনস্বার্থে The Public Gambling Act 1867 (Act No. II of 1867) রহিতকরণ পূর্বক উহার বিধানাবলি যুগোপযোগী করিয়া পুনঃ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ-

১ম পরিচ্ছেদঃ প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–

(১) এই আইন জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অবিলম্বে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী'** অর্থ বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), কোস্টগার্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি)সহ অনুরূপ আধা-সামরিক ও অসামরিক বাহিনীকে বুঝাইবে।

(২) **'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'** অর্থ- ৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

(৩) 'এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট' অর্থ ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লিখিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইবে;

(৪) **'জুয়াখেলা'** শব্দ দ্বারা বুঝাইবে- সরকার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনুমোদন ব্যতীত-

(ক) সকল ধরনের বাজি বা পণ ধরা;

(খ) অর্থ কিংবা পণ্যের বিনিময়ে এই আইনে বর্ণিত সকল ধরনের হাউজি;

(গ) এই আইনে বর্ণিত লটারি যাহা অপরাধ হিসাবে গন্য;

(ঘ) অর্থ বা আর্থিক মূল্যমানের কোন পণ্যের বিনিময়ে ভাগ্য কিংবা দক্ষতার সংমিশ্রণে কোন আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা বা "পুরষ্কার প্রতিযোগিতা";

(ঙ) ম্যাচ ফিক্সিং বা স্পট ফিক্সিং করা;

(চ) অর্থ বা আর্থিক মূল্যমানের কোন পণ্যের বিনিময়ে ভাগ্য কিংবা দক্ষতার সংমিশ্রণে আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ 'দূরবর্তী জুয়া' বা 'অনলাইন জুয়ায়' অংশগ্রহণ বা এই উদ্দেশ্যে "টোটালাইজেটর" বা জুয়ার সামগ্রী ব্যবহার করা বা এমন খেলায় অংশগ্রহণ না করিয়াও এই উদ্দেশ্যে সহায়তা দেয়া;

(৫) 'জুয়ার সামগ্রী' শব্দ দ্বারা জুয়া বা বাজির কাজে ব্যবহৃত যে কোনো যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা ডিভাইস বা সামগ্রী, যেমন, টেবিল গেম, নন-ক্যাসিনো গেমস, আর্কেড গেমস এবং বাজি বা জুয়া খেলার জন্য ব্যবহৃত অর্থ, কয়েন, কার্ড, খাতা, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, ইলেকট্রনিক গেমিং, বিঙ্গো, হাউজি, লটারি এবং ডেড পুল, পোকার, কার্ড গেম, রুলেট, ডাইস গেম, বোলিং, ভিডিও গেম, সফট্‌ওয়্যার, ওয়েবসাইট, ডাটাবেজ বা অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৬) 'জুয়ার স্থান' অর্থ-

(ক) যে কোনো ঘর, কক্ষ, তাঁবু বা প্রাচীর বেষ্টিত স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থান, বা প্রকাশ্য স্থান; বা

(খ) সকল ধরনের যানবাহন, নৌযান, আকাশযান; বা

(গ) যে কোনো স্থান যেখানে মালিকের, রক্ষকের বা ব্যবহারকারীর মুনাফা বা উপার্জনের জন্য যে কোনো জুয়া খেলা, জুয়ার সামগ্রী বা অন্য কিছু ভাড়া বা অর্থের বিনিময়ে রাখা বা ব্যবহৃত হয়; বা

(ঘ) যেখানে গেমিংয়ের কোনও উপকরণ রাখা হয় বা ব্যবহার করা হয় যার মালিক, দখলকারী ব্যক্তির লাভের জন্য এবং জুয়া সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা ভবন; বা

(ঙ) অন্যান্য স্থাপনা যেখানে গান বা নাচ বা খেলা বা কার্নিভাল বা সার্কাস বা প্রদর্শনী বা বিনোদন এলাকা এর আড়ালে জুয়া বা বাজি বা লটারি বা হাউজির স্থান বা তাহা করার সহায়তার জন্য ব্যবহৃত হয়; বা

(চ) জুয়াখেলার পরিকল্পনা বা প্রস্তুতির স্থান; বা

(ছ) ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া ভার্চুয়াল (Virtual) কোন ব্যবস্থা যেমন, সার্ভার রাখার বা ওয়েবসাইট, হোস্টিং করার স্থানও অর্ন্তভুক্ত করিবে।

(৭) **'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট'** অর্থ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ মতে নিয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইবে;

(৮) **'টোটালাইজেটর'** অর্থ- এমন একটি ঘেরের মধ্যে যাহা রেস-মিটিং নিয়ন্ত্রণকারী স্ট্যুয়ার্ড কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্র বা বা ডিভাইস বা অনুরূপ প্রকৃতির যন্ত্র বা অনুরূপ নীতিতে কোনো পরিকল্পনা যাহা যে কোনো সংখ্যক ব্যক্তিকে একে অপরের সাথে বাজি ধরিতে বা জুয়া খেলিতে সক্ষম করে। অর্থাৎ যার মাধ্যমে জুয়ার সিস্টেমটি পরিচালিত হয়;

(৯) **'দূরবর্তী জুয়া' ও 'অনলাইন জুয়া'** অর্থ- ৬ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

(১০) **'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ'** অর্থ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যাহাকে 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ' হিসাবে ঘোষণা করিবে;

(১১) **'পুরস্কার প্রতিযোগিতা'** অর্থ- ৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

(১২) **'ফৌজদারি কার্যবিধি'** অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 বুঝাইবে;

(১৩) **'বাজি বা পণ (Betting)'** অর্থ- ৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

(১৪) **'বাজিকর (Bookmaker)'** বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি-

(ক) নিজে বা কর্মচারীর মাধ্যমে অথবা এজেন্ট এর মাধ্যমে নগদ অর্থ বা আর্থিক মূল্যমানের কোন পণ্য বা সম্পত্তির বিষয়ে বাজি কিংবা জুয়ার আয়োজন অথবা মধ্যস্থতা করেন; বা

(খ) নিজেকে বাজি বা জুয়ার আয়োজনকারী বা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রচার করেন বা করান; বা

(গ) বাজিকরের ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হয় এমন কোন বই, হিসাবপত্র, দলিল, কার্ড, সার্কুলার, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড বা অন্য কোন বস্তু যার কাছ হইতে উদ্ধার হয়; বা

(ঘ) যিনি অন্যদের মধ্যে বাজি তৈরি বা গ্রহণের সুবিধার্থে পরিকল্পিত পরিষেবা প্রদান করেন;

(১৫) **'ব্যক্তি'** অর্থে কোনো ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি, অংশীদারি কারবার বা ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ, নিবন্ধিত হউক বা না হউক, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) **'ম্যাচ ফিক্সিং বা স্পট ফিক্সিং'** অর্থ- ৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

(১৭) **'ম্যাজিস্ট্রেট'** অর্থ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ মতে নিয়োজিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইবে;

(১৮) **'লটারি'** অর্থ- ১০ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

(১৯) **'সরকার'** বলিতে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

(২০) **'হাউজি'** অর্থ- ১১ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বুঝাইবে;

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার।**- কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটন করিলে তাহাকে এই আইনের অধীনে এমনভাবে বিচার করা যাইবে যেন তিনি উক্ত অপরাধ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটন করিয়াছেন।

২য় পরিচ্ছেদঃ অপরাধ ও অপরাধের প্রকৃতি

৫। **'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'র প্রকৃতি ও অপরাধ।**— ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল, এ্যাথলেটিক্স, মুষ্টিযুদ্ধ, নৌকা বাইচ, বিভিন্ন প্রকার রেস, তাস খেলা, ইনডোর গেমস বা অন্য যেকোন প্রকার খেলা যাহা বিনোদন অথবা সরকারের অনুমোদিত প্রতিযোগিতা ব্যাতিরেকে 'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'য় পরিণত হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে যখন-

(ক) খেলোয়ারদের বা সহযোগীদের পুরস্কার বা সম্মানী ব্যাতিরেকে বা টিকেটের মাধ্যমে খেলা দেখার প্রবেশাধিকারের অর্থ ব্যতিরেকে যখন অংশগ্রহণকারীগণ বা সহযোগীগণ আর্থিক লাভের জন্য স্বেচ্ছায় যে পরিমাণ অর্থ লগ্নী করে বা গণমানুষকে আর্থিক লাভের জন্য অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করে এবং সেই অর্থ হারানোর ঝুঁকি থাকে; বা

(খ) যেখানে জয় বা পরাজয় সুযোগ দ্বারা বা কোনো ঘটনা দ্বারা বা কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল দ্বারা অবৈধ আর্থিক লাভ নির্ধারিত হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, বিনোদন অথবা মানব বিকাশের জন্য কোন ব্যক্তি বা ক্লাব বা সমিতি বা সংস্থা যদি সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়া কোন খেলা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করে এবং (ক) ও (খ) উপধারায় বর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি না করে তাহা হইলে উক্ত খেলা 'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'য় পরিণত হইবে না বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, ঘোড়দৌড় বা ষাড়ের লড়াই, মোরগ লড়াই বা এই প্রকার প্রাণির লড়াই আয়োজন 'প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯' অনুযায়ী অপরাধ হইবে এবং লড়াইয়ে 'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'র উপাদান থাকিলে এই আইনের অপরাধও গন্য হইবে।

৬। **'দূরবর্তী জুয়া' ও 'অনলাইন জুয়া'র প্রকৃতি ও অপরাধ।**—

(১) ধারা ২(৪) এ বর্ণিত জুয়ার অধিনে **'দূরবর্তী জুয়া'**র অপরাধ হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(ক) যখন ইন্টারনেট, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, বা যোগাযোগের সুবিধার্থে অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক বা অন্যান্য প্রযুক্তির দূরবর্তী যোগাযোগের মাধ্যমে এই আইনের অর্থ মতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ জুয়ায় অংশগ্রহণ করে; অথবা

(খ) বর্ণিত দূরবর্তী যোগাযোগের মাধ্যমে এই আইনের অর্থ মতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ জুয়ায় অংশগ্রহণ করিতে কাউকে প্রলুব্ধ করে বা সহযোগিতা করে;

(২) ধারা ২(৪) তে বর্ণিত জুয়ার অধিনে **'অনলাইন বেটিং বা জুয়া'র** অপরাধ হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(ক) যদি কোন ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ বা অন্য কোন অনলাইন বা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে খেলাধুলা বা এই সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বাজি ধরেন, বা বাজি ধরার নিমিত্তে নগদ (in cash) অথবা ক্যাশবিহীন ব্যাংকিং লেনদেন যেমন, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি বা মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন যেমন, বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায় ইত্যাদি বা বিট কয়েনসহ অন্য যে কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি বা অন্য কোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন করেন; অথবা

(খ) নিজ বা অন্যের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনলাইন বেটিং সাইট অথবা একাউন্ট রেজিস্টার করেন বা হোস্টিং প্রদান করেন বা জুয়ার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বা মাসিক ভাড়া বা অন্য কোন প্রতিশ্রুতিতে দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির একাউন্ট ব্যবহার করেন বা এতদুদ্দেশ্যে পরামর্শের জন্য ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পরিচালনা করেন; অথবা

(গ) মালিক বা পরিচালনাকারী হইয়া কোন গৃহ, সাইবার ক্যাফে বা অনুরূপ অন্য কোন স্থানকে অনলাইন বেটিং এর জন্য ব্যবহার করিতে দেন।

৭। **'পুরস্কার প্রতিযোগিতা' যখন জুয়ার অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে।**— যেকোন প্রকার খেলা যাহা বিনোদন বা মানব বিকাশে প্রচলিত প্রতিযোগিতা ব্যাতিরেকে বা সরকার অনুমোদিত প্রতিযোগিতা ব্যাতিরেকে এমন কোনো প্রতিযোগিতায় রূপান্তর হয় যাহার ভিত্তিতে কোনো ধাঁধার সমাধানের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় অথবা প্রতিযোগিতার বিন্যাস, সংমিশ্রণ বা স্থানান্তর, অক্ষর, শব্দ, বা পরিসংখ্যান দ্বারা ফলাফল কী হইবে তার কোন ধারণা না থাকার ভিত্তিতে কাউকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে বা অনিশ্চয়তাকে পুঁজি করে, তাহা হইলে **'পুরস্কার প্রতিযোগিতা'টি** জুয়ার অপরাধ গন্য হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৮। **'বাজি বা পণ (Betting)' এর অপরাধ।**—এই আইনের অধিনে **'বাজির'**র অপরাধ হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(১) যখন বিদ্যমান সকল ধরনের খেলা বা কোনো বিষয়ের ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব হইতে কোনো অভিমত জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কিংবা প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ বা পণ্য বা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উপর বাজি ধরা হয়;

(২) এমন প্রতিযোগিতা বা খেলা বা অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা যাহার ফলাফলের উপর জুয়াখেলা বা প্রতিযোগিতার অনিশ্চিত ফলাফলের উপর অর্থ বা সম্পত্তি অর্জন বা বাজি ধরার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কিছু হারানোর ঝুঁকি থাকে বা অংশীদারিত্ব জড়িত থাকে; বা

(৩) খেলায় পূর্বাভাস বা গেমসের ফলাফলের বিপরীতে মূল্যবান জিনিসপত্র বা অর্থ বাজি রাখা হয় বা জয়ের সম্ভাবনা দ্বারা বাজিতে বিনিয়োগকারির জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয়।

৯। **ম্যাচ ফিক্সিং (Match fixing) বা স্পট ফিক্সিং (Spot fixing)' এর অপরাধ।**— এই আইনের অধিনে অপরাধ হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(১) **'পাতানো খেলা বা ম্যাচ ফিক্সিং** (Match fixing) এর অপরাধ বলিতে এমন খেলাকে বুঝাইবে-

(ক) যেখানে কোন ম্যাচের চূড়ান্ত ফলাফল পূর্বেই স্থির করা হয় বা যেখানে অবৈধ লাভের উদ্দেশ্যে খেলোয়াড় বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পছন্দের দলের জয়ের বা পরাজয়ের ব্যবধান নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়;

(খ) কোন ম্যাচের পূর্ব পরিকল্পনা বা সাজিয়ে রাখা যাহা খেলাধুলার অখন্ডতার উপর প্রভাব ফেলে।

(২) **স্পট ফিক্সিং** (Spot fixing) বলিতে তাৎক্ষনিকভাবে কোন খেলা বা খেলার অংশ বিশেষের ফলাফল নির্ধারণ'কে অন্তর্ভূক্ত করিবে যেখান-

(ক) কোন খেলার নির্দিষ্ট অবৈধ কার্যকলাপ, যাহা ফলাফলের সাথে সম্পর্কহীন, কিন্তু যার বাজি বাজার বিদ্যমান;

(খ) প্রস্তাবিত বাজিতে নির্দিষ্ট ফলাফল নিশ্চিত করার প্রয়াসে অবৈধ কাজ স্থির করা হয়; যেমন, ফুটবলে দ্রুত বলকে লাথি দিতে বাধ্য করা বা ক্রিকেটে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দিষ্ট ডেলিভারিতে নো-বল বোলিং করা ইত্যাদি;

(গ) কোন বুকমেকার কোন নির্দিষ্ট ইভেন্টকে আগে থেকেই সাজায় বা কোন ম্যাচের নির্দিষ্ট ইভেন্টের ফলাফল ঠিক করার জন্য একটি পূর্ব-বিন্যস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কোন খেলোয়াড় দ্বারা প্রতারণা করার চেষ্টা নেওয়া।

১০। 'লটারি' যখন জুয়ার অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে।—

(১) এই আইনের অধিনে লটারির অপরাধ হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(ক) যে ব্যক্তি আগাম সেট করা পুরস্কারের প্রত্যাশায় অংশগ্রহণ করে এবং সেই ব্যক্তির আর্থিক লাভ বা লোকসান সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বা যুক্তিহীন সুযোগের উপর নির্ভর করে;

(খ) যে ব্যক্তি কোন অর্থ প্রদানের জন্য বা পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা কোন ব্যক্তির সুবিধার জন্য এমন ধরণের আকস্মিক ঘটনা সম্পর্কে টিকিট, লট, সংখ্যা বা অঙ্কের জন্য প্রযোজ্য কিছু করার প্রস্তাব প্রকাশ করেন;

(গ) যখন বিজয়ীকে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের একে অপরের বিরুদ্ধে খেলিতে হয় না এবং আয়োজকরা ইহাতে অংশগ্রহণ করেন না;

(ঘ) লটারিতে অংশগ্রহণের জন্য ব্যক্তিদের অর্থ প্রদান করিতে হয় যাহার পুরষ্কার বা পরাজয় অনিশ্চিত প্রক্রিয়া দ্বারা বরাদ্দ করা হয় এবং এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সুযোগের উপর নির্ভর করে;

(ঙ) অননুমোদন লটারির প্রস্তাব করা হইলে এবং জনসাধারণ ইহাতে প্রতারিত না হইয়া থাকিলেও অথবা লটারি অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকিলেও অপরাধ হইবে;

(চ) অনুমোদন ব্যতীত লটারি-অফিস রাখা বা লটারির টিকিটের জন্য আমন্ত্রণপত্র বা লিফলেট বা বিজ্ঞপ্তি বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার বা প্রকাশনাও লটারির অপরাধ হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, লটারি যখন সমাজ সেবার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বা জনসেবার উদ্দেশ্যে সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (স্বীয় এখতিয়ারে) কর্তৃক লটারির স্থান ও প্রকৃতি উল্লেখ করিয়া অনুমোদিত হয় তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্লাব বা গোষ্ঠী বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান বনভোজন বা বার্ষিকী বা কোন বিশেষ বিনোদন উপলক্ষ্যে নির্ধারিত কিছু লোকের জন্য এবং শুধু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একান্তই বিনোদনের উদ্দেশ্যে লটারি বা র‌্যাফেল ড্র আয়োজন করিলে এবং উহা অবানিজ্যিক হইলে অপরাধ হইবে না।

(২) লটারি অনুষ্ঠানে সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (স্বীয় এখতিয়ারে) কর্তৃক লটারির স্থান ও প্রকৃতি উল্লেখ করিয়া অনুমোদিত হওয়ার পরও নিম্নবর্ণিত কারনে অপরাধ হইবে-

(ক) যদি কেউ অনুমতি নিয়া শর্তভঙ্গ করিয়া লটারির স্থান, প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করার কৌশল গ্রহন করে যাহা জুয়ার পাশাপাশি প্রতারণারও সামিল হইবে;

(খ) বিনোদনের উদ্দেশ্যে লটারি বা র‌্যাফেল ড্র আয়োজনের আড়ালে জনগনকে সম্পৃক্ত করিলে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করিয়া আয়োজন করিলে জুয়া ও প্রতারণার অপরাধ হইবে।

১১। 'হাউজি' যখন জুয়ার অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে।—

(১) এই আইনের অধিনে হাউজির অপরাধ হইবে বা অপরাধের অন্তর্ভূক্ত হইবে-

(ক) যখন বিজয়ীকে এলোমেলোভাবে নির্বাচন করার ফলে অংশগ্রহণকারিগন বিশ্বাস করেন যে, তারা ভাগ্যবান হইবে; বা

(খ) যে ব্যক্তি ইহাতে অংশগ্রহণ করে, সেই ব্যক্তির লাভ বা লোকসান সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বা যুক্তিহীন সুযোগের উপর নির্ভর করে এবং আয়োজকরা ইহাতে অংশগ্রহণ করেন না;

(গ) অনুমোদন ব্যতীত হাউজির প্রস্তাব করা হইলে এবং জনসাধারণ ইহাতে প্রতারিত না হইয়া থাকিলেও অথবা হাউজি অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকিলেও অপরাধ হইবে;

(ঘ) অনুমোদন ব্যতীত হাউজির যন্ত্র রাখা বা হাউজির টিকিটের জন্য আমন্ত্রণপত্র বা লিফলেট বা বা বিজ্ঞপ্তি বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার বা প্রকাশনাও লটারির অপরাধ হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্লাব বা গোষ্ঠী বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান কোন বনভোজন বা বার্ষিকী বা বিশেষ বিনোদন উপলক্ষ্যে নির্ধারিত কিছু লোকের জন্য এবং শুধু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাউজির আয়োজন করিলে এবং তাহা অবাণিজ্যিক হইলে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (স্বীয় এখতিয়ারে) কর্তৃক হাউজির স্থান ও প্রকৃতি উল্লেখ করিয়া অনুমোদিত হইলে তাহা অপরাধ হইবে না।

(২) হাউজি অনুষ্ঠানে সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (স্বীয় এখতিয়ারে) কর্তৃক হাউজির স্থান ও প্রকৃতি উল্লেখ করিয়া অনুমোদিত হওয়ার পরও নিম্নবর্ণিত কারনে অপরাধ হইবে-

(ক) অনুমতি নিয়া যদি শর্তভঙ্গ করিয়া হাউজির স্থান, প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি পরিবর্তন করার কৌশল গ্রহন করে যাহা জুয়ার পাশাপাশি প্রতারণারও সামিল হইবে;

(খ) বিনোদনের উদ্দেশ্যে হাউজির আয়োজনের আড়ালে জনগনকে সম্পৃক্ত করিলে বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করিয়া আয়োজন করিলে জুয়া ও প্রতারণার অপরাধ হইবে;

৩য় পরিচ্ছেদঃ দন্ড ও বিচার

১২। 'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'র দন্ড।– কোন ব্যক্তি ৫ ধারায় বর্ণিত 'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'র অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

তবে ৫ ধারার শর্তে বর্ণিত প্রাণির লড়াইয়ে 'আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা'র উপাদান থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩। 'দূরবর্তী জুয়া' ও 'অনলাইন জুয়া'র দন্ড।– কোন ব্যক্তি ৬ ধারায় বর্ণিত 'দূরবর্তী জুয়া' ও 'অনলাইন জুয়া'র অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৪। জুয়া গন্য 'পুরষ্কার প্রতিযোগিতা'র দন্ড।– কোন ব্যক্তি ৭ ধারায় বর্ণিত 'পুরষ্কার প্রতিযোগিতা'র অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৫। 'বাজি বা পণ (Betting)' ধরা বা আয়োজনের দন্ড।– কোন ব্যক্তি ৮ ধারায় বর্ণিত 'বাজি বা পণ (Betting)' ধরা বা আয়োজনের'র অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৬। ম্যাচ ফিক্সিং (Match fixing) এবং **'স্পট ফিক্সিং (Spot fixing)' এর দন্ড।**– (১) কোন ব্যক্তি ৯(১) ধারায় বর্ণিত **'ম্যাচ ফিক্সিং (Match fixing)'** এর অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ৯(২) ধারায় বর্ণিত **'স্পট ফিক্সিং (Spot fixing)'** এর অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৭। জুয়ার অপরাধ হিসাবে গন্য 'লটারি'র দন্ড।– (১) কোন ব্যক্তি ১০(১) ধারায় বর্ণিত **'লটারি'**র অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ১০(২) ধারায় বর্ণিত **'লটারি'**র শর্তভঙ্গের অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৮। জুয়ার অপরাধ হিসাবে গন্য 'হাউজি'র দন্ড।– (১) কোন ব্যক্তি ১১(১) ধারায় বর্ণিত 'হাউজির'র অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ১১(২) ধারায় বর্ণিত 'হাউজি'র শর্তভঙ্গের অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৯। জুয়া আয়োজনের দন্ড।– এই আইনে ২(৪) ধারায় বর্ণিত 'জুয়া' আয়োজনের অপরাধ-

(১) কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে জুয়ার আয়োজন করিলে অথবা তাহার মালিকানাধীন কিংবা স্থায়ী বা অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো স্থানকে জুয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহার করিলে বা করিতে দিলে তিনি অনধিক ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি জুয়ার উদ্দেশ্যে অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রী গ্রহণ করেন অথবা কাহারো নিকট হইতে জুয়ার সামগ্রি উদ্ধার হয় তাহা হইলে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, তিনি উপধারা (১) উল্লিখিত জুয়া আয়োজনের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। বাজিকরের (Bookmaker) শাস্তি।- যদি কোন ব্যক্তি বাজিকর হিসাবে কাজ করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ব ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২১। মিথ্যা নাম ও ঠিকানা প্রদানের দন্ডঃ- এ আইনের অধীনে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার কোন সাধারণ জুয়ার আখড়ায় প্রবেশ করে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া তাকে গ্রেফতার করিলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি স্বীয় নাম ঠিকানা জানাতে অস্বীকার করিলে অথবা মিথ্যা নাম বা ঠিকানা প্রদান করিলে অনুর্ধ ৫০.০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডিত হইবে।

২২। এই আইনে দন্ডের বিধান নাই বিধান বা এই আইনে প্রণীত বিধিমালা লঙ্ঘণের শাস্তি।- যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন নির্দেশ বা এই আইনের অধিনে প্রণীত বিধি বা সরকারের কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করে বা অপরাধটি

সংঘটনের চেষ্টা করে তাহা হইলে তিনি অনধিক ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৩। **অপরাধের প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি।**- যদি কোন ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও সহায়তাকারী এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য নির্ধারিত দন্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী হিসাবে দন্ডিত হইবেন।

২৪। **পুনঃপুনঃ অপরাধ করিবার শাস্তি।**- এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুন পর্যন্ত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৫। বিচার ।–

(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) কোনো আদালত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা সাব ইন্সপেক্টরের নিম্নে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তার অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোনো মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(৩) আদালত চূড়ান্ত আদেশের সময় অপরাধীর বিরুদ্ধে এই আইনের বিধান মতে উচ্ছেদ বা ক্ষতিপূরণ বা বাজেয়াপ্ত বা এই সকল ধারায় প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে' নির্দেশ করিতে পারিবে।

২৬। **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।**–

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালনকালে ঘটনাস্থলে তাঁর সঙ্গীয় 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের' প্রতিনিধির উপস্থাপিত তথ্য মতে কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অপরাধ সংঘটনরত অবস্থায় দেখিলে অথবা তাঁর সমক্ষে এমন অপরাধের পরিনাম উঘাটিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমকালে যদি প্রতিয়মান হয় যে, অপরাধের উচ্চতর দন্ড দেয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে বিষয়ে নিয়মিত মামলা দায়ের করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) মোবাইল কোর্ট প্রয়োজন মনে করিলে নেপথ্যে থাকা অপরাধ সংঘটনের নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের আদেশ দিতে পারিবে।

২৭। **আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা।**– আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable); জামিন অযোগ্য (Non Bailable) ও আপোষ অযোগ্য (Non-Compoundable) হইবে।

২৮ **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রযোজ্যতা।**– এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ তদন্তে ও বিচারে এবং গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জব্দমাল নিষ্পত্তিতে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**– এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি কোনো কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, তাহা হইলে উহার মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, এজেন্ট বা অন্য কোন কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ বিবিধ

৩০। **প্রবেশ করা ও পুলিশ কর্তৃক তল্লাশি চালানোর ক্ষমতাঃ**

(১) কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বা তদকর্তৃক মনোনীত যে কোন অফিসার বা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বয়ং অথবা তাহাদের নির্দেশে আইন শৃংখলা

রক্ষাকারী বাহিনীর অন্য কোনো সদস্য নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়া যথোচিত তল্লাশি চালাইয়া যদি মনে করেন যে, অনুরুপ ঘর তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান জুয়া খেলার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেনীর যে কোন পুলিশ অফিসারকে অনুরুপ স্থানে দিনে বা রাতে যে কোন সময় (প্রয়োজন হইলে শক্তি প্রয়োগ করিয়া) প্রবেশ করিতে এবং ঐ সময় ক্রীড়ারত ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং জুয়াখেলার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী আটক করিতে পারিবেন; এবং

(২) জুয়া খেলার কোন সামগ্রী লুকায়িত রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তিনি নিজে অথবা নির্দেশিত অফিসার অনুরুপ ঘরে, তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাঙ্গনের বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের যে কোন অংশে এবং আটককৃত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশি চালাইতে পারিবেন এবং তল্লাশি দ্বারা প্রাপ্ত জুয়াখেলার যে কোন সামগ্রী আটক করিতে পারিবেন।

৩১। **জুয়ার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত বা বিনষ্টকরণ।–**

(ক) ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে জুয়ার আখড়া রক্ষণাবেক্ষণের দায়ে অথবা জুয়াখেলার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য দন্ড প্রদান করিবার পর উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যাবতীয় জুয়ার সামগ্রী ধ্বংস করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ বা জামানতের টাকা বা অন্যান্য সামগ্রী যাহা ধংশযোগ্য নয়, তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার বা নীলামে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহক্রমে সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(গ) আদালত বিচার নিষ্পত্তির পর জব্দকৃত মালামাল বিলিবন্দেজে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর Chapter XLIII অনুসরণ করিবেন।

৩২। **সীলগালা করার ক্ষমতাঃ**

(ক) কোন জুয়ার স্থান যদি জনস্বার্থে জুয়ার ভবিষ্যত পুনরাবৃত্তি নির্মূলের প্রয়োজনে সীলগালা করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ কর্মকর্তা (সাব ইন্সপেক্টরের নিম্নে নয়) ঐ স্থান সীলগালা করিতে পরিবেন।

(খ) আদালতের নির্দেশে অথবা মোবাইল কোর্টের আওতায় সীলাগালার ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় সীলগালাকৃত স্থানটি জুয়ার জন্য ব্যবহৃত হইবে না মর্মে সন্তোষ্টি সাপেক্ষে খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

৩৩। **জুয়া প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।–** এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ' অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জুয়া, অনলাইন জুয়া বা পাতানো খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরের বা বাইরের যে কোনো ওয়েবসাইট, এপ্লিকেশন বা অন্য কোনো অনলাইন প্লাটফরম অথবা কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচারমূলক বিষয়ের প্রচার বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৪। **"জুয়া বা লটারি বা হাউজির স্থান" বিজ্ঞাপিত স্থান ঘোষণা করার ক্ষমতা।–**বিদেশিদের বা বিদেশি বিনিয়োগকারির জন্য সরকার কোন এক্সক্লুসিভ জোন ঘোষণা করিলে-

(১) কোন পর্যটন এলাকা বা বিশেষায়িত এলাকা, হোটেল বা ক্লাবকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের আওতামুক্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত যে কোন স্থান, বা স্থানের শ্রেণী, জুয়া বা লটারি বা হাউজির স্থান বলিয়া ঘোষিত হইবে।

৩৫। **বিজ্ঞাপিত স্থান খোলা, খোলা রাখার অনুমোদন এবং বাতিলকরণের ক্ষমতা।-**

(১) ধারা ৩৪ এ বর্ণিত ঘোষিত এলাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার এখতিয়ারের সীমার মধ্যে, নির্ধারিত ফর্মে আবেদন প্রাপ্তির পরে, নির্ধারিত বিবরণসহ এবং নির্ধারিত ফি প্রদানের পরে, নির্ধারিত ব্যক্তিকে স্থানটি খোলার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) বর্ণিত ঘোষিত এলাকায় কে কে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত, কি কি কর্মকান্ড পরিচালিত হইবে, এর প্রকৃতি বা ব্যাপ্তি, নির্ধারিত ফর্মে আবেদন, ফি নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) কোন ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, বিজ্ঞাপিত স্থানটি অনুমোদন যে কোনও শর্ত লঙ্ঘন করে পরিচালিত হইবে যা তিনি এই আইনের অধীনে মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(৪) শান্তি-শৃংখলা বা গণ বিরক্তি বা আঘাতের কারণ বা অন্যকোন কারনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন বিজ্ঞাপিত স্থান বন্ধ করিতে পারিবেন।

৩৬। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।-**

(১) এই আইন র্কাযকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'The Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867)' রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃতকার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে,

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে উক্ত আইনের অধীন নির্ধারিত কোন আবেদন পেশের অথবা কোন আপিল কিংবা পুনর্বিবেচনা (Review) অথবা পুনরীক্ষণ (Revision) দায়েরের সময়সীমার মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে, উক্ত মেয়াদ অব্যাহত থাকিবে।

(গ) চলমান মামলাসমূহ এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই; এবং

(ঘ) প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে।

৩৭। **ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।